অবদান আছে দেশের কোন ক্রান্তিলগ্নে, নাগরিক কমিটির সবার জীবনী আপনারা ভালো করে দেখলে বুঝবেন। অনেক বিবেচনায় তাদের ওখানে নেওয়া হয়েছে। অনেক বিবেচনা ও স্বীকৃতির কারণেই তাদের আমরা নিয়েছি। একদিকে বলবেন, তারা কিছু করেননি; আবার বলবেন তারা জাতির বিবেক। দুটো কথা তো একসঙ্গে হবে না।

অ্যাডভোকেট হিরণ কুমার দাস

সংসদ বর্জন করার একটা বিধান আছে। কিন্তু আমার মতে, জনগণের কথা বলার জায়াগা যেহেতু সংসদ, জনগণের নির্বাচিত কোনো প্রতিনিধি কোনোক্রমেই সংসদ বর্জন করতে পারেন না। তিনি যদি মনে করেন, ওই সংসদে যওয়া তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব না, তাহলে তার সংসদ থেকে পদত্যাগ করা উচিত।

এম হাফিজউদ্দিন খান

আমরা এখানে একটি রূপরেখা দিয়েছি ২০২১ সালে বাংলাদেশকে আমরা কেমন দেখতে চাই। আমাদের দেশে আমরা মাথাপিছু হাজার ডলার আয়ে পৌঁছে যেতে পারতাম, কিন্তু পারি নাই। এর একটা কারণ হচ্ছে সুশাসনের অভাব। এ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার কিছু নির্বাচনী সংস্কার, নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, নির্বাচনী বিধির সংস্কার, রাজনীতির সংস্কার ইত্যাদি। এজন্যই আমরা আপনাদের কছে এসেছি। আপনাদের মতামত শুনছি এবং মতবিনিময় করছি।

ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশন তৈরি করেছিল, সেটা নাকি তারা ১৬০ কোটি টাকা খরচ করে এর আগে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আমাদের সুশীল সমাজের কাছে আছে। এরপর আবার ১৬০ কোটি টাকা খরচ করে নতুন ভোটার তালিকা করেছে, সেটা সমগ্র দেশের মানুষ বাতিল করেছে। একজন সাবেক হিসাবরক্ষক হিসেবে বলব, এর জন্য শাস্তি হওয়া দরকার। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ঐচ্ছিক করা হয়েছে আমাদের দেশে। এটাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আপনারা জানেন, দুর্নীতিতে আমরা পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। দুর্নীতি রয়েছে। এজন্য দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। একটা দুর্নীতি দমন কমিশন করা হয়েছে, কিন্তু সে কমিশন আমাদের আশা পূরণ করতে পারে নাই। তবু আমরা আশা নিয়ে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে গিয়েছিলাম দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে। আমরা তাদের কাছে দাবি করেছি, যারা নির্বাচন করবে তাদের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন আপনাদের দেখতে হবে সঠিকভাবে দিয়েছে কি না।

সৈয়দ গোলাম মাহমুদ

আমি দীর্ঘ ৩০ বছর বরিশাল সিটি করপোরেশনের একজন কমিশনার এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলাম। আপনারা এখানে লিখেছেন, জাতীয় নির্বাচন ২০০৭। আমি এর সঙ্গে একমত নই। আমি চাইছি, স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা জাতীয় নির্বাচন।

পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। কিছুদিন আগে বিধানসভার নির্বাচন হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে আমরা দেখলাম, প্রণব মুখার্জি তার দলের ব্যর্থতার কারণে পদত্যাগ করেছেন। সোনিয়া গান্ধীকে অপবাদ দেওয়া হলো রাষ্ট্রীয় লাভজনক সংস্থা থেকে তিনি অর্থ গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তারপর পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এই ইতিহাস কি আমরা সৃষ্টি করতে পারি না।

অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান তালুকদার

নির্বাচনী সংস্কারে আমার প্রস্তাব হচ্ছে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে সংখ্যানুপাতিক হারে।

ডা. এ কে এম মোখলেসুর রহমান

এ দেশের মালিকানা কার, এ কথাটা সাধারণ মানুষ বোঝে না। প্রতিটি সাধারণ মানুষ যদি বুঝত, এ দেশ আমার, এই দেশের কর্মকাণ্ডের জন্য আমি দায়ী, তাহলে বর্তমানের এ অবস্থা হতো না। আস্তে আস্তে এই মালিকানা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মালিকানা এখন সরকারের কাছে। আমাদের মালিক এখন বড় বড় দল। আমাদের মালিক কোনো কোনো গোষ্ঠী। আমাদের মালিকানা ছিনতাই হয়ে গেছে। এই মালিকানা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। যতক্ষণ না অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সৎ, যোগ্য বা অসৎ বিচার করা যাবে না।

এনায়েত পীর খান

আজ রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির সঙ্গে সমার্থক করা হয়েছে, এটা আমাদের জন্য খুবই লজ্জাকর। দেশ পরিচালনায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় অবশ্যই রাজনীতিবিদদের ভূমিকা থাকবে। তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে, তারাই নীতি নির্ধারণ করবে, তারাই সবকিছু। কিন্তু আজকে ২০০৭ সালে নির্বাচনের আগে ২০০৬ সালটি কী রকম, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমরা ২০০৬ সালে দেখছি দেশবাসী উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত। বাজারে পণ্যের দাম আজ লাগামহীনভাবে ছুটছে, কেউ তা ধরতে পরছে না। আজকে বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, গ্যাস নেই–সারা দেশে আজ বিধ্বস্ত অবস্থা। শতকরা ৭৩ ভাগ মুনাফা অর্জনকারী পোশাকশিল্প আজ ধ্বংসের মুখে। ২০০৬ সালের এ চিত্র নিয়ে আমরা নির্বাচন করতে যাচ্ছি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজ সাহেব এবং অযোগ্য ও অনিরপেক্ষ কমিশনার মিলে সারা দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অবশ্য রাজনীতিবিদদের ভূমিকাই লাগবে। বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক উত্তরাধিকার আছে। সততা নিয়ে, মেধা নিয়ে, ন্যায়নিষ্ঠা নিয়ে রাজনীতি করে গেছেন রাজনীতিকরা। কিন্তু আমার এক বন্ধু বলেছেন, পরপর চারটি সেনাতন্ত্র আমাদের দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজকের দুঃশাসন থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে রাজনীতিবিদদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। একজন বলেছেন মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছেন, বঙ্গবন্ধু তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করেছেন কলাবারেশন। রেপ ক্ষমা করেননি। খুন ক্ষমা করেননি। কিন্তু সে সুযোগটা আজকে তারা ব্যবহার করছে।

মজিবর রহমান সরোয়ার

আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে নির্বাচন কমিশন ও ভোটার বিষয়ে। আমরা বিশ্বাস করি, দেশের সব রাজনৈতিক দল যদি ভোটার তালিকার ব্যাপারে একসঙ্গে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করত, তাহলে কিন্তু কারও পক্ষে ভুয়া ভোটার করা সম্ভব হতো না। নির্বাচন কমিশনকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক এবং তাকে আলাদা করে ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন।

এ জাতীয় সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। আমরা একটি বড় সমস্যায় পড়েছি। এই বিভক্ত সমাজকে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে। সিপিডি কি এটা করতে পারবে? আজকে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব হচ্ছে রাজনৈতিক দলের। যে পাস করতে পারবে, রাজনৈতিক দলের কাছে সে-ই তো যোগ্য প্রার্থী। আর যোগ্য প্রার্থী যারা নির্বাচন করবেন, তাদের সচেতনতা তৈরিও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যাতে করে তারা যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারেন। আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় হলো উন্নয়ন এবং সেটার জন্যও দরকার একটি জাতীয় ঐক্য। আমাদের রাজনীতিতে যে বিভক্তি, সেটা আমাদের সমাজের প্রত্যন্ত জায়গায় চলে গেছে। সে ক্ষেত্রে আমরা যদি একটি জাতীয় ঐক্য তৈরি করতে না পারি, তাহলে সব চেষ্টা বৃথা যাবে।

সরকারি আমলাদের রাজনীতিতে যোগদানের প্রসঙ্গ এখানে এসেছে। আসলে তিনি যদি থানা বা জেলা পর্যায়ে দলে যোগদান করে পরে একসময় সেখান থেকে নির্বাচন করেন, তাহলে বোধ হয় ব্যাপারটা আরও গ্রহণযোগ্য হবে।

আমি বিশ্বাস করি, অনেক উন্নয়ন হয়েছে। তবে সুষম উন্নয়ন আমরা সবাই চাই। সব মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা একটা অসাধ্য ব্যাপার। তবু শহরের মনে হয় ভালো উন্নয়নের জন্য চেষ্টা আমরা করছি। বাংলাদেশের মানুষ যদি তার সামগ্রিক স্বার্থ নিয়ে একমত হতে পারে, তাহলে তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে। আজকের এখানে যত আলোচনা, মনে হয়, সেসব রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে। সত্যিকার অর্থে আমরাই তো আমাদের জায়গায় নেই, যার কারণে আমাদের কথা শুনতে হচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, দেশের মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন, পার্লামেন্ট–এসব কিছুই রাজনীতিবিদদের ব্যাপার। কাজেই রাজনীতিবিদদের যদি একটা জায়গায় আনা যায়, আলাপ-আলোচনার টেবিলে বসানো যায়, তাহলে আমাদের যেসব সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেগুলো সমাধান করা সম্ভব হবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের এই যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন সাধারণ মানুষের কাছে সাড়া জাগাবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আজকে এখানে আমরা একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলোচনা শুনলাম। আমরা কিছু শিশুসুলভ সদিচ্ছাপ্রণোদিত মানুষ এখানে ঘুরছি না। আমরা দেশের বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং এটা বাস্তবায়ন করতে যে কত সীমাবদ্ধতা আছে সে বিষয়েও আমরা আন্দাজ করতে পারি। আমাদের কথা হলো, একটা শুরু হওয়া দরকার, যেভাবে চলছে এর মোড়টা ঘোরানো দরকার এবং সেই মোড়টা ঘোরানোর জন্য রাজনীতিবিদদের ওপরই আমরা ভরসা করি সবচেয়ে বেশি। এখানে বলা হয়েছে, এর আগেও কুমিল্লা, যশোর, ময়মনসিংহে আলোচনা করেছি। সকলেই বলেছেন, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে, বিশেষ করে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপনারা আলোচনা করুন। পার্লামেন্টারি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেন। আমাদের কথা হলো, তাদের সঙ্গে তখনই আমরা সঠিকভাবে আলোচনা করতে পারব, যদি আপনারা তাদের বলেন– আপনাদেরও আলোচনা করা উচিত।

সাজ্জাদ শরিফ

আজকের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি এসেছে, আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্রের কথা–ইু ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব, ড়ভ ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব, ভড়ৎ ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব। সেদিন ইন্টারনেটে একটা লেখার মধ্যে পড়লাম–বাংলাদেশের রাজনীতি এখন ঙভভ ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব–মানুষকে খামোশ করে দাও, ইুঁ ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব–মানুষকে কিনে নাও, ঋধৎ ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব–মানুষ থেকে দূরে থাক।

আমি আশা করব, বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিক সংলাপ থেকে যে আলোচনাগুলো আসবে, সেগুলো একেকটি মাইলপোস্টের মতো হয়ে থাকবে, যাতে করে আমরা পেছনে তাকিয়ে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনাগুলো ঠিক করে নিতে পারি। সেই দিকনির্দেশনা অবশ্যই সেই মানুষগুলো থেকে আসছে, যারা এ দেশের নাগরিক।

অধ্যাপক সৈয়দ আমিনুল হক

আমরা যে আলোচনা করেছি তার ধারাবাহিকতায় বলতে হয় যে এর থেকে একটি দিকনির্দেশনা বেরিয়ে এসেছে। এবং সে কারণে এ আলোচনা সফল হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। তবে এ কথা ঠিক, যার কাজ তাকে করতে দিতে হবে। যদি সেটা না হয়, তা হলে ইপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না। আপনারা যে আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনা ধরেই বলছি যে সৎ যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে, এটা যেমন কথা, তেমন এও বলেছেন ভোটারকেও সৎ হতে হবে। অর্থাৎ যিনি ভোট প্রদান করবেন, তাকেও ভোট প্রদানের সময় যথেষ্ট সচেতনভাবে করতে হবে।

মানি লন্ডারিং আইন আছে, পাশাপাশি কালো টাকাকে সাদা করারও সুযোগ আছে আইনগতভাবে। এটা কী করে সম্ভব? এই বৈপরীত্য তো থাকতে পারে না। এই বিষয়ে বোধ হয় একটি জায়গায় দাঁড়ানো দরকার। যেই প্রস্তাব আপনারা করেছেন যে কালো টাকার যারা মালিকদের লিস্ট বের করে

দিতে হবে। হাইকোর্ট থেকে মে ২০০৫-এ যে রায় দেওয়া হয়েছে, সেখানে পরিষ্কার বলা আছে যে একজন প্রার্থীকে কী কী তথ্য পরিবেশন করতে হবে। সেগুলো যদি সঠিকভাবে সরবরাহ করে, তাহলে সব কথা জানা যাবে। ওই আইনটি যাতে যথাযথভাবে পালিত হয়, তার ব্যবস্থাও নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে হবে, তাকে নিরপেক্ষ থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা দেশের উন্নয়ন চাই কিন্তু দেশের বেশিরভাগ লোক থাকে গ্রামে। আমরা সব সময়ই শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নের চিন্তাভাবনা করি। সার্বিক উন্নয়ন যদি চাই, তাহলে অবশ্যই গ্রামের ওই গরিব লোকগুলোকেই দরকার। আমাদের দেশে অনেক কিছু পেয়েছি, দুটো জিনিস পাইনি–একটি হলো সৎ চরিত্রবান নাগরিক গঠনের জন্য কোনো সরকারই কিন্তু আলাদা উদ্যোগ নেননি। আরেকটি হলো, কোনো সৎ যোগ্য নেতা বা নেতৃত্ব আমরা তৈরি করতে পারিনি, যিনি আমাদের কাদার মধ্য থেকে তুলে এনে ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ করে দেবেন।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালার সংক্ষেপিত সার

রাজনৈতিক সংস্কার: ১. জাতীয় নির্বাচনে অসৎ ও কালো টাকার মালিকদের পদচারণ বন্ধ করতে এবং একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচনী সংস্কারের পাশাপাশি প্রয়োজন রাজনৈতিক সংস্কার। ২. সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের রাজনীতিতে বিচরণের পথ সুগম করবার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে পেশিশক্তির ওপর নির্ভর না করে সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মীদের ওপর বেশি মাত্রায় নির্ভর করতে হবে। ৩. বিগত বাজেটে আয়কর ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ ছিল তা অবশ্যই বাতিল করতে হবে। কারণ এটি কালো টাকার ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। ৪. অবসরপ্রাপ্ত সচিব অথবা সেনা কর্মকর্তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের পর ন্যূনতম পাঁচ বছরের বিরতির এবং একেবারে স্থানীয় পর্যায় থেকে রাজনীতি শুরু করবার বাধ্যবাধকতা থাকা প্রয়োজন। ৫. নির্বাচনী সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক রেষারেষি ও জবরদস্তিমূলক হরতাল-অবরোধের পরিবর্তে আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলো সংসদ বর্জনের যে ধারা তৈরি করছে তা আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে জাতীয় ইস্যুতে মতপার্থক্য দূর করবার সুযোগ সীমিত করে দিচ্ছে। ৬. ২০০৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হলেও দেশ প্রায় ১ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ৭. সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তারা আইন প্রণয়ন, বিশ্লেষণ, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ৮. জনগণের সুপারিশ ও সমস্যা সম্পর্কে নিয়মিতভাবে জানার জন্য সব সাংসদের ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থায়ী অফিস থাকতে হবে।

সংলাপ: ৯. নির্বাচন সংলাপের সফলতা নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের ওপর। এক. সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করা, এবং দুই. এ বিষয়ে সব নাগরিকের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা। রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্রে আলোচনার টেবিলে বসানোর জন্য কর্মীদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এবং সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের নাগরিকদেরও সৎ, সচেতন ও উদ্যোগী হতে হবে। ১০. নব্বই শতাংশ ভোটার গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করেন। তাই আঞ্চলিক সংলাপগুলো শুধু বিভাগীয় শহরেই নয়, গ্রাম পর্যায়েও আয়োজন করা প্রয়োজন।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী সংস্কার: ১১. নির্বাচন কমিশনকে যেসব সাংবিধানিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যেমন, সব মনোনীত প্রার্থীর আয়-ব্যয় ও সম্পদের বিষদ বিবরণ সংগ্রহ করা এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা, তা কার্যকর করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায়

নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১২. মনোনীত প্রার্থীদের কর প্রদান ও দুর্নীতির ইতিহাস পর্যালোচনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। ১৩. ভোটার তালিকা তৈরি একটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি নির্বাচনের আগে একেবারে নুতন করে ভোটার তালিকা তৈরি করা সময়সাপেক্ষ এবং এতে সরকারি অর্থের অপচয় হয়। ভোটার সংক্রান্ত সংগৃহীত উপাত্ত বা ভোটার ডাটাবেস হারানোর পেছনে (যাতে প্রায় ১৬০ কোটি টাকার সরকারি অর্থ অপচয় হয়েছে) দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ১৪. সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভোটার আইডি কার্ড প্রদান করা প্রয়োজন। এতে জাল ভোট পড়ার সম্ভাবনা কমবে। ১৫. রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্বাচনী প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে একই মঞ্চে সব প্রার্থী জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে নির্বাচনী প্রচারণা সম্ভব হলে নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার বন্ধ হবে। ১৬. জনগণ কোনো যোগ্য প্রার্থী না পেলে নির্বাচনে 'না' ভোট প্রদানের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। যদি কোনো আসনে ৫০ শতাংশের বেশি 'না' ভোট পড়ে, তবে সেখানে নতুন প্রার্থিতার ভিত্তিতে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করতে হবে। পাশাপাশি সাংসদদের বিরুদ্ধে জনগণ কর্তৃক অনাস্থা ভোটের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ১৭. হাইকোর্ট কর্তৃক ভোটার তালিকা বাতিলকরণ একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের যোগ্যতা ও কার্যকারিতাকে সন্দেহের মুখে ফেলেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উচিত হবে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা। ১৮. শাসনব্যবস্থায় নারীদের উপস্থিতি খুবই সামান্য। তাই সংসদে নারীদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করে ১০০ করা প্রয়োজন। নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের সম-ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ১৯. সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজের সদস্যদের নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল গঠন করা প্রয়োজন।